মহেশপুরে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ে গেছে বিএনপির কার্যালয়। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার মান্দারবাড়িয়া ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে গেছে অফিসে থাকা চেয়ার, টেবিলসহ আসবাবপত্র।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মুহূর্তে আগুনে পুড়ে যায় অফিসে থাকা সকল আসবাবপত্র ও দলীয় প্রধানের ছবি। সে সময় বিস্ফোরণ করা হয় দুটি ককটেল। টের পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মহেশপুর থানা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান, গত বুধবার ফেসবুকে তারেক রহমানকে নিয়ে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবক মহিরুদ্দিনের সঙ্গে বিএনপি সদস্য হামিদুল ইসলামের বাকবিতণ্ডা হয়। বিষয়টি ওইদিনই সমাধান করে দেন স্থানীয়রা। ওই ঘটনার জেরে বিএনপি কার্যালয়ে আগুনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয় বিএনপির কর্মীরা।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে যুবউন্নয়নের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের

ভর্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঝিনাইদহ যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরে ভর্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে যুবউন্নয়ন ভবনের হলরুমে অনুষ্ঠিত পরিক্ষায় প্রায় ২‘শ জন বেকার যুব নারী-পুরুষ অংশ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করবে ই-লানিং এন্ড আর্নিং লিমিটেড।

ঝিনাইদহ যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিলকিস আফরোজ জানান, দেশের ৬৪ জেলায় চলমান এই প্রশিক্ষণ কোর্সের ক্লাস শুরু হবে আগামী ১ এপ্রিল হতে। ছয় মাস মেয়াদী এই কোর্সে দৈনিক ৮ ঘন্টার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তিনি জানান লিখিত ও মৌখিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে এই কেন্দ্রে তিন ব্যাচে ৭৫ জনকে ভর্তি করা হবে। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা দৈনিক ভিত্তিতে সকাল-বিকাল নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং যাতায়াত বাবদ ২‘শ টাকা হারে ভাতা পাবেন। পরিক্ষা পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার অতনু সাহা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার অমলেন্দু বিশ্বাস।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতা বহাল রাখা ও নীতিমালা সংশোধনের দাবীতে মানববন্ধন

সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা বহাল রাখা ও সার সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বুধবার (৪ মার্চ) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে খুচরা বিক্রেতা এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

জেলা শাখা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলা ও উপজেলা শাখার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি সায়েদুল আলম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিপু, মহেশপুরের সভাপতি সাইফুল ইসলাম উজ্জল, হরিণাকুন্ডুর সভাপতি শামিম আহমেদ চাঁদ, শৈলকুপার সভাপতি বাবুল আক্তার, কোটচাঁদপুরের সভাপতি হারুন অর রশিদ ও কালীগঞ্জের সভাপতি জিল্লুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করায় দেশের ৪৪ হাজার পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাই তাদের বহাল রেখে সার নীতিমালা ২০২৫ এর পুর্ণগঠন স্থগিত করার দাবী জানান তারা। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

অনুমোদন বিহীন মিষ্টি উৎপাদন করায় ঝিনাইদহ সুইট হোটেলকে জরিমানা

ঝিনাইদহে অনুমোদন ছাড়াই মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে আলোচিত সেই সুইট হোটেলে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ও জেলা প্রশাসন। অভিযানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আদালত সুত্রে জানা যায়, রমজানে বাজার তদারকি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই ও জেলা প্রশাসন অভিযান চালায়। শহরের বিভিন্ন ফলের দোকান, তেল পাম্পসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় তারা।

অভিযানে সুইট হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও

লাইসেন্স ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রি করার অপরাধে বিএসটিআই আইন-২০১৮ এর ৩০/৩০ ধারা অনুযায়ী ১০ হাজার টাকার জরিমানা করে আদালত। অভিযানের নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান।

সেসময় বিএসটিআই কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার খাইরুল ইসলাম ও পরিদর্শক মামুনুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আ.লীগের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছেন বাবা।

আজ বুধবার (৪ মার্চ) বিষয়টি জানাজানি হয়েছে। এর আগে গত সোমবার বাবা আবু জাফর তার সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন।

জেলা নোটারি পাবলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এক হলফনামার মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন ছাত্রলীগ নেতার বাবা মো: আবু জাফর। ঝিনাইদহ জেলা জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট মো: সাদাতুর রহমান হাদি’র মাধ্যমে আইনগত দিকটি সম্পন্ন করেন তিনি।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। সে ঝিনাইদহ সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

হলফনামা সূত্রে জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রাজনীতি করায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটী ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দী গ্রামের ব্যবসায়ী মো: আবু জাফর (৪৮) তার ছেলে মো: নাহিদ হাসান সবুজকে (২৪) ত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।
হলফনামায় মো: আবু জাফর উল্লেখ করেন, তার পুত্র দীর্ঘদিন ধরে তার

অবাধ্য এবং অবান্তর জীবনযাপন করে আসছিলেন। তিনি বর্তমানে পরিবারের সাথে বসবাস করেন না এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো আলাদা থাকেন।

হলফনামায় আবু জাফর আরও অভিযোগ করেন, গত ৫ আগস্ট (২০২৪) পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তার ছেলে ওই সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। বিশেষ করে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তার সন্তান নাহিদ হাসান সবুজ। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে পিতা হিসেবে তিনি বিব্রত বোধ করেন।

হলফনামায় উল্লেখ করা হয়, নাহিদ হাসান সবুজের কোনো প্রকার আয়-রোজগার, দায়-দেনা বা কর্মকান্ডের সাথে পিতা বা তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার কোনো অপকর্মের দায়ভার পরিবার বহন করবে না। ভবিষ্যতে তার সাথে পরিবারের সকল প্রকার রক্ত সম্পর্কীয় ও আইনি বিচ্ছেদ বজায় থাকবে।

এ ঘটনায় ত্যাজ্য ঘোষণাকারী মো: আবু জাফর বলেন, “দেশের আইন ও নীতিমালার পরিপন্থী কোনো কাজ আমার সন্তান করুক তা আমি চাই না। বারবার সতর্ক করার পরও সে শোধরায়নি, তাই বাধ্য হয়ে আমি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজের বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও মুঠোফোনটি খোলা পাওয়া যায়নি।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন বলেন ত্যাজ্য পূত্র বা ত্যাজ্য কন্যা আইনের কোন ভিত্তি নেই। একজন বাবা তার দায় এড়ানোর জন্য এসব করছে, এসব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরানোর জন্য।

কোটচাঁদপুরে দুই দোকানে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় দুইজন দোকান মালিককে মোট ২৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কার্তিক কুন্ডুকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৮ ধারা মোতাবেক ১৭ হাজার টাকা এবং মামুন কনফেকশনারিকে একই আইনে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযান পরিচালনা করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনামুল হাসান এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সোহেল রানা। এ সময় উপজেলা ভূমি অফিসের সার্টিফিকেট পেশকার সুব্রত মণ্ডলসহ কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস দল উপস্থিত ছিলেন।

মহেশপুরে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ

মাশউক এর উদ্যোগে ঝিনাইদহের মহেশপুর প্রকল্পের সহায়তায় প্রি-প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বেলা ১১টার সময় মাশউক এর মহেশপুর উপজেলায় পরিচালিত “সাসটেইনেবল প্রিভেনশন অফ আর্সেনিক পয়জনিং ইন মহেশপুর সাব ডিসট্রিক্ট, ঝিনাইদহ ডিসট্রিক্ট” প্রকল্পের মহেশপুর উপজেলা’র,

নাটিমা ইউনিয়নের দারিয়াপুর গ্রামে মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র (মাশউক) এর প্রি-স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিনামুল্যে স্কুল সামগ্রী (বই, ব্যাগ, স্লেট ও পোষাক) বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (পিসি) শাহ্ আবুল আওয়াল এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা আক্তার।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আনিচুর রহমান। প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় তাঁর পক্ষ থেকে মাশউক প্রি-স্কুলে’র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ফুটবল ও মাদারস ক্লাবের মা’য়েদের জন্য ২টি দাবা সেট উপহার হিসাবে প্রদান করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রজেক্ট ম্যানেজার তৌহিদুল করিম, এসএফটি আবুল হাসনাত, জার্নালিস্ট ময়না খাতুন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

ঝিনাইদহের সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার সোহাগ আলীর পিতার মৃত্যু

ঝিনাইদহে সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সোহাগ আলীর পিতা জোয়াদ আলী শেখ
(৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যাধি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। গতকাল সোমবার বাদ মাগরিব মরহুমের নিজ গ্রাম ঝিনাইদহ জেলার

শৈলকুপা উপজেলার কাচেঁরকোল উত্তর মির্জাপুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে ঈদগাহ কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন করা হবে।

সোহাগ আলীর পিতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সহ-সভাপতি এম রবিউল ইসলাম রবি, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চ্যানেল-২৪ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, সাবেক সভাপতি ও একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি এম রায়হান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এসএটিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি নিজাম জোয়াদ্দার বাবলু, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বিমল কুমার সাহা, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ এবং দৈনিক কালবেলার জেলা মাল্টিমিডিয়া প্রতিনিধি শেখ ইমন সহ অন্যান্যরা। এক শোকবার্তায় তারা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ঝিনাইদহে সংরক্ষিত আসনে আলোচনায় কামরুন নাহার লিজি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের নিরঙ্কুশ জয়ের পর এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সংরক্ষিত নারী আসন। জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের বণ্টন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। এর মধ্যে ঝিনাইদহ থেকে সংরক্ষিত আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়ে রয়েছেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিএনপির হাইকমান্ড দীর্ঘদিনের ত্যাগী, রাজপথে সক্রিয়, শিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির নেত্রীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই মানদণ্ডে ঝিনাইদহে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন নাহার লিজি।

জানা যায়, ঝিনাইদহ শহরতলীর মুক্তিযোদ্ধা মসিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামরুন নাহার আওয়ামী শাসনামলে রাজপথের বিভিন্ন আন্দোলনে সম্মুখসারিতে ছিলেন। মিছিল-মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তাকে ও তার পরিবারকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে। তবুও তিনি দলীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

তার রাজনৈতিক জীবনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ২০০৮ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সময় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়ানো হয় তাকে। ২০১৩ সালে দলীয় কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। একই বছরে তাকে অবৈধভাবে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। দীর্ঘ চার বছর চাকরিচ্যুত থাকাকালীন সময়েও বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন তিনি। নারী নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতার মামলা করা হয়। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শিক্ষিত ও ত্যাগী নারী নেত্রী হিসেবে অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজির মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কামরুন নাহার লিজি বলেন, “ছাত্রজীবন থেকেই শহীদ জিয়ার আদর্শ এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্বের অনুসারী। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় রাজপথে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম। দল যদি আমার ত্যাগের মূল্যায়ন করে, তবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঝিনাইদহের মানুষের সেবা করতে চাই। বিশেষ করে নারীদের অধিকার আদায় এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে যাব।”

ঝিনাইদহে বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মাঝেও কামরুন নাহার লিজিকে নিয়ে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

ঝিনাইদহে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে রমজানে বাজার পরিস্থিতি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন

কক্ষে এ সভার আয়োজন করে কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। এছাড়াও জেলা জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, জেলা ক্যাবের সভাপতি হাফিজুর রহমানসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন।

সেসময় বক্তারা, রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখা, বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা এবং ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বিক্রি বন্ধে কঠোর নজরদারির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি ও ভোক্তাদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ জোরদারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।